সমকাল

তারিখ ... 26 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৫ .....

ছাত্রলীগ 'এতিম'দের সংগঠন

-বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক

■ সমকাল প্রতিবেদক

ছাত্রলীগের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেছেন, ছাত্রলীগ পলিটিক্যালি এতিমদের সংগঠন। কেউ ছাত্রলীগের খোঁজখবর রাখে না।

গতকাল শনিবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের দু'দিনব্যাপী ২৮তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিদ্দিকী নাজমুল আলম এসব কথা বলেন। এ সময় মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, 'নেত্রী, আপনি ছাড়া ছাত্রলীগের কেউ খোঁজ রাখে না। গত কয়েক বছরে ছাত্রলীগের ১০ নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। সে সময় আপনি ছাড়া আর কেউ ছাত্রলীগের পাশে দাঁড়ায়নি। ছাত্রলীগকে নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার সবার আছে। কিন্তু শাসন করার অধিকার একমাত্র আপনার। ছাত্রলীগ আপনার বারান্দাতেই থাকতে চায়।'

গণমাধ্যমে ছাত্রলীগ নিয়ে 'নেতিবাচক' সংবাদ প্রকাশের কঠোর ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

ছাত্রলীগ 'এতিম'দের সংগঠন

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সমালোচনা করে নাজমুল বলেন, ছাত্রলীগ কখনও কখনও কলম সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। এসব কলম সন্ত্রাসী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সুযোগ করে দিচ্ছে। সংগঠনে অনুপ্রবেশকারীরা ছাত্রলীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্রে নেতিবাচক প্রচার চালাচ্ছে।

ছাত্রলীগের সম্মেলনে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাবেক নেতাদের তৎপরতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সম্মেলনকে কেন্দ্র করে অনেকের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এরপর 'দুধের মাছি'রা আবার দুধে মিলিয়ে যায়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আলোচিত বিশ্বজিৎ দাস হত্যাকাণ্ড ও এর বিচার প্রসঙ্গে নাজমুল বলেন, সংগঠনে কিছু অনুপ্রবেশকারী এ ঘটনা ঘটিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই এই বিচারের দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছেন।

এর আগে এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছিলেন, 'ছাত্রলীগ থেকে যেমন বীর নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি বিশ্বাসঘাতকেরও সৃষ্টি হয়েছে।' সৈয়দ আশরাফের ওই বক্তব্য উদ্ধৃত করে নাজমুল বলেন, 'আমি আশরাফ ভাইয়ের কথার প্রথমটা হতে চেয়েছি।' এ সময় মঞ্চে পাশাপাশি বসে থাকা আশরাফ তাকিয়ে ছিলেন নাজমুলের দিকে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় হল দখলসহ চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির নানা ঘটনায় সমালোচনার মুখে পড়তে হয় ছাত্রলীগকে। এ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের বিদায়ী এই সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিভিন্ন সময় অনুপ্রবেশকারীরা সংগঠনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেছে। তবে গত চার বছরে ছয় শতাধিক ছাত্রলীগ সদস্যকে সংগঠন থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।

২০১১ সালের ১১ জুলাই ছাত্রলীগের ২৭তম জাতীয় সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে গত চার বছরে দায়িত্ব পালনে সংগঠনের কোনো ব্যর্থতা থাকলে তার দায় নিজের বলে স্বীকার করে নেন সিদ্দিকী নাজমুল। তিনি বলেন, তারা শতভাগ সফল হতে পারেননি। যত ব্যর্থতা আছে তার দায় তাদের দুই ভাইয়ের (বিদায়ী সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক)। আর সফলতার কৃতিত্ব সারাদেশের নেতাকর্মীদের।

সবশেষে কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'নিঃস্ব আমি, রিক্ত আমি দেবার কিছু নাই/আছে শুধু ভালোবাসা, দিয়ে গেলাম তাই।'